বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
২১ মে ২০১৭

বাণী

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২১-২৭ মে 'নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৭' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে নৌপরিবহনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড়সহ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। তাছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে এ সময়ে বাংলাদেশের নদ-নদী উত্তাল হয়ে অশান্ত আকার ধারণ করে। নদীপথে চলাচলকারী যাত্রীসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় নৌ-সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকার নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

নৌ-পরিবহন নিরাপদ ও আধুনিক করতে নদীপথে চলাচলকারী লঞ্চমালিক, শ্রমিক, যাত্রীসাধারণকে অধিক সচেতন হতে হবে। ধারণ ক্ষমতার অধিক যাত্রী ও মালামাল পরিবহন রোধসহ নৌ-পরিবহন সংক্রান্ত আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসরণ খুবই জরুরি।এছাড়াও নৌ-পরিবহন খাতে দক্ষ জনবল তৈরি এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নৌ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

আমি 'নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৭' পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হোক-এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

শাজাহান খান, এম.পি
মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদীপথে চলাচলরত নৌযান এবং যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রতি বছরের মত এ বছরও "নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ" পালনের আয়োজন করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি এ উপলক্ষে সকল সরকারি ও বেসরকারি নৌ প্রতিষ্ঠান, নৌযানের মালিক, শ্রমিক এবং যাত্রীসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নিরাপদ নৌপথ সৃষ্টি এবং নৌযাত্রা ঝুঁকিমুক্ত ও স্বাচ্ছন্দময় করতে সরকারের দায়িত্ববোধ থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নৌ-সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে নৌপথের সংরক্ষণ ও নৌ পরিবহনের বিকাশে ইতোমধ্যে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। নদী খননের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের গত মেয়াদে ১৪টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারের বর্তমান মেয়াদে ২০টি ড্রেজার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। দেশের সকল নদী দখলমুক্ত করা এবং নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আগের চেয়ে নৌপথ এখনও সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। আগের তুলনায় নৌদুর্ঘটনা কমে এসেছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশেষ করে নৌযান মালিক, শ্রমিকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা, বিআইডব্লিউটিএ, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, নৌ-পুলিশ, কোষ্টগার্ড কর্মকর্তাদের কার্যকরী পদক্ষেপ এবং জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ২০১৬ সালে কোন যাত্রীবাহী নৌযান ডোবেনি।

অভ্যন্তরীণ নৌযানে 'রিভার্সিবল গিয়ার' সংযোজন করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর ফলে নৌযান সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। ফলে নৌ দুর্ঘটনা অনেক কমে আসবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ সেক্টরের জাহাজের রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ জাহাজের নাবিকদের সকল তথ্য সম্বলিত অনলাইন ডিজিটাল ডাটাবেজ সংরক্ষণের জন্য ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্পমূল্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নৌযানের কোন বিকল্প নেই। মানুষের যাতায়াত ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনে নৌযানের অবদান অনস্বীকার্য। তাই আমাদের এই প্রিয় দেশের অসংখ্য নদীতে চলাচলকারী হাজার হাজার নৌযানে বহনকৃত যাত্রী ও পণ্যের নিরাপদ চলাচলে নৌযান মালিক, শ্রমিক ও যাত্রী সাধারণের ভূমিকা ও দায়িত্ব অপরিসীম। কালবৈশাখী মৌসুমে কোন পূর্বাভাস ছাড়াই প্রলয়ঙ্কারী ঝড় বয়ে যায়। এ সময়ে নৌপথে চলাচলরত সকল নৌযানকে যথাযথ সতর্কতা, নৌ আইন মেনে নৌযান পরিচালনাসহ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আরও সতর্ক ও সচেতন থাকার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি।

দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, শীঘ্রই আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেবো। দেশের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রয়াসে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নৌ আইন মেনে নিরাপদ নৌযান ও দক্ষ জনবল তৈরী এবং নৌযান পরিচালনা করার আহবান জানাচ্ছি। নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন ও যাত্রী সেবায় নৌ পরিবহনকে সকলের কাছে নিরাপদ করবে এই কামনা করছি।

দিন বদলের অভিযাত্রায় আমি "নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৭" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে-ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাজাহান খান, এম.পি

অশোক মাধব রায়
সচিব
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

দুর্ঘটনামুক্ত নিরাপদ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি ও নৌ আইন প্রতিপালনে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে প্রতিবারের ন্যায় এবছরেও নৌনিরাপত্তা সপ্তাহ (২১-২৭ মে)' ২০১৭ পালিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য "দেশ যাবে এগিয়ে যাত্রা হোক নিরাপদ, নৌ আইন মানবো মোরা এটাই হোক অঙ্গীকার" যা সময়ের নিরিখে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌপরিবহন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নৌপথে স্বল্প খরচে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করা সম্ভব। তাছাড়া নৌ-পরিবহন পরিবেশ বান্ধব। ফলে পরিবেশ বান্ধব এ পরিবহন সেবার পরিধি দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবন দেশ। নৌ আইন মেনে নৌযান পরিচালনা নিশ্চিত করা, এ খাতের প্রতিটি স্তরে দক্ষ জনবল তৈরী এবং নৌযান ব্যবহারকারী যাত্রী সাধারণের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে নৌদুর্ঘটনা হ্রাস কল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশে নৌপরিবহন ব্যবস্থার অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের জন্য যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নৌযান মালিক ও শ্রমিকদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করার পাশাপাশি যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাই। সকলের সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ নৌযাত্রীদের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে।

নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে নৌদুর্ঘটনা হ্রাস পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৭ এর সফলতা কামনা করছি।

(অশোক মাধব রায়)

"দেশ যাবে এগিয়ে যাত্রা হোক নিরাপদ, নৌ আইন মানবো মোরা এটাই হোক অঙ্গীকার"

এ, কে, এম, ফখরুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারক
নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীগুলোই এ দেশের প্রাণ। নদী বিধৌত বাংলাদেশে শিরা-উপশিরার ন্যায় বয়ে চলেছে অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী। এ দেশে নদীগুলো শত সভ্যতার সূতিকাগার। নদীগুলোর দু'পাশেই গড়ে উঠেছে সহস্র নগর ও বন্দর। নদীগুলোর কোনটি ছোট আবার কোনটি বড় কিন্তু প্রতিটি নদীই বিভিন্ন অঞ্চলে তার নিজস্ব অবদানের ক্ষেত্রে স্বমহিমায় স্বীকৃত।

নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারী রেগুলেটরী সংস্থা। নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণ নদীপথে চলাচলরত নৌযান ও নৌযানে কর্মরত জনবলের নিরাপত্তা নিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে এবং এ সংশ্লিষ্ট Inland Shipping Ordinance, 1976 ও এর আওতায় প্রণীত বিভিন্ন বিধিমালা প্রয়োগ করে থাকে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নৌপরিবহন অধিদপ্তর প্রতি বছর নৌ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। এবারে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ'র প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে "দেশ যাবে এগিয়ে যাত্রা হোক নিরাপদ, নৌ আইন মানবো মোরা এটাই হোক অঙ্গীকার"। এবারের প্রতিপাদ্যে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন- নৌ আইন মানা, নৌ পথের যাত্রাকে নিরাপদ করা এবং এর মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এবারে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে এমন একটি সময়ে যখন দেশে অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশ পূর্বেই কাল-বৈশাখী আঘাত হানছে। আকস্মিক ঝড়ো আবহাওয়ায় দক্ষ নৌ চালনা, যাত্রী সচেতনতা ও নৌ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিরাপদে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মহান রাব্বুল আল-আমিন আমাদেরকে সাহায্য করবেন, আমিন!

নৌপথে বর্তমানে ছোট-বড় প্রায় বার হাজার অভ্যন্তরীণ ও সমুদ্র উপকূলীয় জাহাজ সারা দেশজুড়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এসব জাহাজ দেশের শতকরা ৯০ শতাংশ তৈলজাত দ্রব্য ৭০ শতাংশ মালামাল ও ৩৫ শতাংশ যাত্রী বহন করে। এই সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নাবিক হিসাবে কর্মসংস্থান করছেন, আবার মালিকানা ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা কম নয়। নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই দেশের অগ্রগতির জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় তথা নৌ সেক্টরের সম্পৃক্ততা অনস্বীকার্য।

নৌ-দুর্ঘটনা রোধে সরকার তথা নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের ভূমিকাঃ নৌ-দুর্ঘটনা রোধ তথা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনামুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকার সারা বছরই বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। তথাপিও প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ওভারলোডিং, চালকদের অসাবধানতা, যান্ত্রিক ত্রুটি, নদীর নাব্যতা হ্রাস প্রভৃতি কারণে মাঝে মধ্যে নৌ-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সকল কারণে যাতে নৌ-দুর্ঘটনা সংঘটিত হতে না পারে সেজন্য সকলের অবগতির জন্য ইতোমধ্যে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ-

- ❖ পুরানো ডিজাইনের যাত্রীবাহী নৌযানের নকশা অনুমোদন বন্ধ করা হয়েছে।
- ❖ ওয়েদার ডেক বিশিষ্ট বড় আকৃতির নৌ যান নির্মাণে মালিকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট লঞ্চগুলোকে স্ক্রাপের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।
- ❖ অতিরিক্ত যাত্রী/মালামাল বোঝাই এবং বিরূপ আবহাওয়ায় নৌযান চলাচল স্থগিত করা হচ্ছে। বড় নদীবন্দরসমূহে নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ বিষয়টি তদরকি করেন এবং ছোট-বড় সকল নদীবন্দরে বিআইডব্লিউটিএ'র বন্দর কর্মকর্তাগণের নেতৃত্বে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাছাড়া নদীকেন্দ্রিক জেলা প্রশাসকগণকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া আছে। স্থানীয় কোষ্ট গার্ড কর্তৃকও বিষয়টি তদরকি করা হয়।
- ❖ বালিবাহী নৌযান রাত্রিবেলায় চলাচল বন্ধ রাখা হচ্ছে।
- ❖ যাত্রীবাহী নৌ যানের জানালায় কোন রকম প্রতিবন্ধকতা যেমন, রশি দিয়ে আটকানো থাকলে তা অপসারণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- ❖ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ক্যাটাম্যারান ডিজাইনের (দুটি নৌযানের হালের উপর তৈরীকৃত স্থাপনা) যাত্রীবাহী নতুন ধরণের স্থিতিশীল নৌযান প্রবর্তন করা হচ্ছে।
- ❖ আগে ছোট ছোট নৌযানগুলোতে রিভার্সিবল গিয়ার ছিল না। নৌযানগুলো একমুখী চলাচল করতো এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে প্রায়শঃ দুর্ঘটনায় পতিত হতো। বর্তমান সরকারের আমলে ছোট নৌযানগুলোতে রিভার্সিবল গিয়ার সংযোজনের জন্য নৌযান মালিকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- ❖ নৌ-দুর্ঘটনা রোধে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ৩৫টি জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ প্রশাসনকে ভ্রাম্যমান নৌ আদালত পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
- ❖ লঞ্চ দুর্ঘটনায় জড়িত বা দায়ী মালিক, মাষ্টার ও ড্রাইভারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ সার্ভেয়ারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্যানেল সুপারভাইজারের জরিমানা করা হয়।
- ❖ এ সরকার মনে করে যে, নৌ-দুর্ঘটনা রোধে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তাই, যাত্রী/মালিক/চালকদের সচেতন করার লক্ষ্যে নৌ সপ্তাহ পালনসহ বিভিন্ন ধরণের নির্দেশনামূলক প্রচারণা করার জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে প্রায়শঃ অনুরোধ করা হয়;
- ❖ অভ্যন্তরীণ নৌযানের মাষ্টার-ড্রাইভারদের যোগ্যতা সনদ অন লাইন যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ❖ নৌযান চালনায় দক্ষ জনবল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার দু'টি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আরও নতুন ট্রেনিং সেন্টার চালু করেছে। অদূর ভবিষ্যতে শিপিং সেক্টরে শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল দ্বারা নৌযান পরিচালিত হলে নৌ দুর্ঘটনার হার বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

নৌ পথের উন্নয়নে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ সরকার নৌ-সেক্টরের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নৌ পথের উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সকলের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হলোঃ

- ❖ Inland Shipping Ordinance, 1976 যুগোপযোগী করণ ও বাংলা ভাষায় রূপান্তর,
- ❖ নৌ-দুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংকেতসহ সকল ধরণের নিরাপত্তা সংকেত প্রদান আধুনিক ও গতিশীল করা,
- ❖ অভ্যন্তরীণ নৌযান সার্ভে, রেজিস্ট্রেশন এবং পরিদর্শন কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন,
- ❖ অভ্যন্তরীণ শাখার মাষ্টার-ড্রাইভারদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ও সনদ গ্রহণের আবেদন অন-লাইনে দাখিল করার পদ্ধতি চালু করণ,
- ❖ মেরিন কোর্টের মামলার সংখ্যা ডিজিটালাইজড করা,
- ❖ অভ্যন্তরীণ নৌযান সার্ভে, রেজিস্ট্রেশন এবং পরিদর্শন কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন,

এ,কে,এম, ফখরুল ইসলাম

- ❖ দেশের সকল নৌযানসমূহকে একটি সমন্বিত ডাটাবেস এর অধীনে এনে স্বচ্ছ রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য "ন্যাশনাল শিপস্ এন্ড মেকানাইজড বোটস্ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" শীর্ষক ডাটাবেস উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন,
- ❖ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় চলাচলকারী জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দূর্যোগ-আপাতকালীন সময়ে তথ্য ও সহায়তা প্রদান, ভেসেল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করণ,
- ❖ চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত আমদানী-রপ্তানী পণ্য কোস্টাল জাহাজসমূহের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেশ বান্ধব ও সাশ্রয়ী উপায়ে পরিবহন,
- ❖ পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে মহাসড়কের ওপর যানবাহনের চাপ কমানো। এ উদ্দেশ্যে সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেইনার পরিবহনের সুবিধার্থে ইতোমধ্যে সরকারী পর্যায়ে পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। কন্টেইনার টার্মিনালের ব্যবহার বৃদ্ধি, নদীপথে কন্টেইনার পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে ব্লু-ইকোনোমী বাস্তবায়ন,
- ❖ অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী অনিবন্ধিত ছোট নৌযানগুলোকে অধিক পরিমাণে নিবন্ধনের আওতায় আনা হচ্ছে। এর ফলে নিবন্ধিত নৌযানের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে, উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আশা করা যায় যে, উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন, নৌ-আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, জনসচেতনতা নৌ-সেক্টরকে আরো অধিক সুশৃঙ্খল ও আধুনিক করবে এবং এর মাধ্যমে সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন হবে।

*****

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
২১ মে ২০১৭

বাণী

'নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৭' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'দেশ যাবে এগিয়ে যাত্রা হোক নিরাপদ, নৌ আইন মানবো মোরা এটাই হোক অঙ্গীকার' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে দেশের ৫৩টি নৌপথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নৌ-নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ নৌযানকে আরও আধুনিকায়ন করতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মেরিন সেক্টরে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে ৪টি মেরিন একাডেমির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এরমধ্যে ৩টির অবকাঠামো নির্মাণ চলতি বছরের মধ্যে শেষ হবে। বিদেশগামী জাহাজে দক্ষ নাবিক তৈরির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মাদারীপুরে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের শাখা চালু করেছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ইনস্টিটিউটের শাখা চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে নির্মিত নৌযান বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। যা নৌশিল্পের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এদেশের প্রশিক্ষিত নৌ-সম্পদ দেশ-বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার নৌ প্রটোকলে যাত্রীবাহী জাহাজ অন্তর্ভুক্ত করতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিদেশী জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ২৬টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশী সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নৌপরিবহনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্প মূল্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নৌযানের কোন বিকল্প নেই। প্রতিকূল আবহাওয়ায় নদীপথে চলাচলরত নৌযানগুলোকে যথাযথ সতর্ক ও সচেতন থাকার জন্য আমি নৌযান মালিক, মাস্টার ও যাত্রী সাধারণসহ নৌযান সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, নৌ আইন মেনে চলার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতায় নৌযান ও নৌপথ আরও নিরাপদ হবে।

আমি 'নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৭' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাবিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম
সংসদ-সদস্য, ২৬৪, চাঁদপুর-৫ (হাজীগঞ্জ-শাহরাস্তি)
সভাপতি, 'নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়' সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
সদস্য, 'পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়' সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২১ থেকে ২৭ মে তারিখ পর্যন্ত **"নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ"** পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এবারের নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য **"দেশ যাবে এগিয়ে যাত্রা হোক নিরাপদ, নৌ আইন মানবো মোরা এটাই হোক অঙ্গীকার"**।

বাংলাদেশে সকল শ্রেণীর মানুষের পছন্দের বাহন নৌযান। বাংলাদেশে অসংখ্য ছোট-বড় যাত্রীবাহী ও নানা ধরনের মালবাহী নৌযান চলাচল করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সকল নৌযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নৌযানের ও নৌপথের অবদান অনস্বীকার্য।

কিছু প্রতিকুলতা থাকলেও নৌপথ অন্যান্য মাধ্যম অপেক্ষা সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও অধিকতর নিরাপদ হওয়ায় যাত্রী সাধারণ নৌযানে চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আসন্ন ঝড়ো মৌসুমে সংশ্লিষ্ট সকলকে নৌ আইন মেনে চলার পাশাপাশি মাষ্টারদের অধিকতর সচেতনতার সাথে নৌযান পরিচালনা করা প্রয়োজন। নৌ চলাচলে যাত্রীসাধারনকে সচেতন ও সতর্ক থাকার পাশাপাশি অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে লঞ্চে না উঠারও অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিধি মোতাবেক নৌযান নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, নৌ পরিচালনায় দক্ষ জনবল তৈরী, সুস্থ নৌ পরিবেশ এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নিরাপদ নৌ পরিবহন নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে, দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল রাখার জন্য দুর্ঘটনামুক্ত নৌ চলাচল ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসে আমরা সকলে যার যার ক্ষেত্রে অঙ্গীকার করি আমরা সকল সময় নৌ আইন মেনে চলবো এবং যার যার দায়িত্ব সচেতনতার সাথে পালন করবো।

পরিশেষে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং অন্যান্য বিরূপ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিধি-বিধান মেনে নৌযান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৭ এর সাফল্য কামনা করছি।

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি

কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, (ট্যাজ), এনডিসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ পরিবহনের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, মৎস্য, পণ্য সামগ্রী এবং যাত্রী পরিবহনে নৌ-পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নদী পথে দেশের সিংহভাগ পণ্য এবং প্রায় বিশ শতাংশ যাত্রী পরিবাহিত হয়। নদী পথে চলাচলকারী নৌযান, পরিবাহিত পণ্য এবং যাত্রী সাধারণের জানমালের নিরাপত্তা ও নৌযানের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রতি বছরের মত এ বছরও ২১ই মে থেকে ২৭শে মে পর্যন্ত 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৭' পালনের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নৌ চলাচলের জন্য 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ' উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ উপলক্ষে আমি দেশের নৌ পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

নৌযানের নির্মাণ থেকে শুরু করে নৌ পরিচালনায় দক্ষ জনবল তৈরী করার পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নৌ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দেশ। নৌ আইন মেনে দক্ষ জনবল দ্বারা নৌযান পরিচালনা সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে নৌযান, নৌপথের যাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে রক্ষা করতে পারে।

সীমিত জনবল এবং সম্পদ দিয়ে নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর নৌ নিরাপত্তা বিধানের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আমি সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নৌযান মালিক, শ্রমিক সংগঠন, নাবিক ও যাত্রী সাধারণের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নৌ পরিবহনকে আরো জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থারূপে গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আমরা সকলে যার যার ক্ষেত্রে নৌ আইন মেনে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার পাশাপাশি নৌ পথের যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার এর মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ' উদযাপনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, (ট্যাজ), এনডিসি, পিএসসি, বিএন